সংবাদ

25

007

তারিখ ... 16 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার বিস্তার

শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা কায়েম ও শিক্ষকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে অবিলম্বে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দাবী জানিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবী জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান বলেন, দেশ স্বাধীন হবার পর একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনই সবার কাম্য ছিল। ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে জাতির এই আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছিল কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর খুদা কমিশনের রিপোর্টকে ধামাচাপা দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট নৈরাজ্য ইতিমধ্যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও শিক্ষানীতি শিক্ষাকে ক্রমেই সংকুচিত করছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যকে বৃদ্ধি করছে। শিক্ষার সব শাখায় বিদেশী অপসংস্কৃতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার বিস্তার হচ্ছে। সিলেবাস ও পাঠ্যবই নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা। মাথাভারী শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরও মাথাভারী করা হয়েছে। এতে অবস্থার উন্নতি না হয়ে অবনতিই হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যবস্থা

(১ম পাতার পর)

শিক্ষক সমিতির সভাপতি বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নতুন বর্ধিত বেতন স্কেল প্রয়োগ ও গত জুন মাস থেকে তা কার্যকর করা, ভাতার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সরকারী-বেসরকারী বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বনিম্ন ১৩০০ টাকা নির্ধারণ সাপেক্ষে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পদ অনুযায়ী সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য বেতন গ্রেড পুনঃ নির্ধারণ, ছাত্র বেতনে সমতা বিধান ও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার শতকরা ১০০ ভাগ দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেক ক্যাটাগরির শিক্ষক ও কর্মচারী প্রারম্ভিক বেতন হার নির্ধারণ এবং ষাট-উর্ধ শিক্ষকদের সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত করার নীতি বাতিল করার দাবী জানান। তিনি শূন্য পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও ইতিমধ্যে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ অনুমোদন করার দাবী জানান। জনাব কামরুজ্জামান পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা কমিটিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি গ্রহণেরও দাবী জানান।

এ সব দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২১শে অক্টোবরের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ, আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে এসব দাবী মানার উদ্যোগ নেয়া না হলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ এবং ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, এসব দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক সমিতির নজরুল গ্রুপের সাথে আলাপ-আলোচনা চালানো হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী হেনা দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হায়দার শাহাবুদ্দিন, প্রকাশনা সম্পাদক আবদুর রহিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।